যুগান্তর

তারিখ : 24 FEB 2014
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

পাঁচ সরকারি মেডিকেল কলেজ অনুমোদন পেল

যুগান্তর রিপোর্ট

দেশের গরিব মানুষের স্বাস্থ্যসেবার ক্ষেত্রে এসেছে শুভ সংবাদ। সরকারি খাতে আরও ৫টি মেডিকেল কলেজের অনুমোদন দিয়েছে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়। নতুন অনুমোদিত কলেজগুলো হচ্ছে- টাঙ্গাইল মেডিকেল কলেজ, জামালপুর মেডিকেল কলেজ, সিরাজগঞ্জ মেডিকেল কলেজ, পটুয়াখালী মেডিকেল কলেজ এবং মানিকগঞ্জ মেডিকেল কলেজ। রোববার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের চিকিৎসা শিক্ষা-২ শাখা থেকে প্রশাসনিক অনুমোদন সংক্রান্ত অফিস আদেশ জারি করা হয়েছে। স্বাস্থ্যসচিব এমএম নিয়াজ উদ্দিন যুগান্তরকে জানিয়েছেন, নতুন কলেজগুলো আগামী শিক্ষাবর্ষ (২০১৪-১৫) থেকে এমবিবিএস কোর্সে ৫০ জন করে শিক্ষার্থী ভর্তি করাবে। এতে মানুষের চিকিৎসাসেবার সুযোগও বাড়বে বলে মনে করেন স্বাস্থ্যসচিব।

সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো জানিয়েছে, পটুয়াখালী, মানিকগঞ্জ ও টাঙ্গাইলে মেডিকেল কলেজ করার ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ছিল। সিরাজগঞ্জ ও জামালপুরে মেডিকেল কলেজ নিয়ে বিভিন্ন স্তরে ইতিপূর্বে আলাপ আলোচনা হয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে একযোগে ৫টি মেডিকেল কলেজের অনুমোদন দেয়া হল। এ নিয়ে দেশে সরকারি মেডিকেলের সংখ্যা দাঁড়ালো ২৮টি। তবে সূত্রগুলোর আশংকা, কলেজগুলোর জন্য শিক্ষক পদায়নে প্রাথমিকভাবে কিছুটা সমস্যা হতে পারে। কারণ দেশে পর্যাপ্ত মেডিকেল শিক্ষকের অভাব আছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপ-ভিসি অধ্যাপক ডা. রশিদ-ই-মাহবুব যুগান্তরকে বলেন, প্রতিষ্ঠান বাড়ানোর পাশাপাশি মেডিকেল শিক্ষক তৈরিতেও মনোযোগ দেয়া উচিত। স্বাস্থ্য অধিদফতরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. খন্দকার সিফায়েত উল্লাহ যুগান্তরকে বলেন, নতুন ৫টি মেডিকেল দেশের জন্য বিরাট শুভ সংবাদ বয়ে এনেছে। সরকারি সেবার পরিধি এতে বেড়ে যাবে। তিনি বলছেন, বেসরকারি খাতে মেডিকেল কলেজের অনুমোদন দিলে তা গরিব মানুষের তেমন কাজে আসে না। এসব প্রতিষ্ঠান সেবার বদলে ব্যবসাকে প্রাধান্য দেয়। বিপরীতে সরকারি প্রতিষ্ঠান বাড়ানো খুব ভালো সিদ্ধান্ত। এটা গরিবের প্রতি সরকারের কমিটমেন্টের প্রমাণ। শিক্ষক সংকট সম্পর্কে দৃষ্টি আকর্ষণ করলে মহাপরিচালক বলেন, মেডিকেল কলেজ শুরু করতে প্রথমে বেসিক বিষয়ের শিক্ষক লাগে। সাধারণভাবে চিকিৎসকরা সরকারি চাকরি পেলে উপজেলা পর্যায়ে ২ বছর কাজ করার বাধ্যবাধকতা আছে। আমরা বেসিক বিষয়গুলোতে পোস্ট গ্র্যাজুয়েশনে উৎসাহিত করতে উপজেলা পর্যায়ে ২ বছর থাকার শর্ত শিথিল করেছি। অর্থাৎ এমবিবিএস পাস করার পর সরাসরি বেসিক বিষয়ে স্নাতকোত্তর করা যাবে।

টাঙ্গাইলে আনন্দ : টাঙ্গাইলে সরকারি মেডিকেল কলেজের অনুমোদন পাওয়ায় সেখানকার সংশ্লিষ্ট মানুষ উল্লাস প্রকাশ করেছেন। গতকাল মন্ত্রণালয় থেকে অফিস আদেশ জারির পর দ্রুত জেলা সদর হাসপাতাল, সিভিল সার্জনসহ অন্যান্যরা তা জেনে যান। প্রধানমন্ত্রী, স্বাস্থ্যমন্ত্রীসহ সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন তারা। জানা গেছে, ১৭ ফেব্রুয়ারি স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম টাঙ্গাইল জেলা সদর হাসপাতাল পরিদর্শনে যান। সেখানে আয়োজিত অনুষ্ঠানে কলেজ অনুমোদনের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেন। এর আগে ২০০৮ সালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। স্বাধীনতার পর প্রথম স্বাস্থ্যমন্ত্রী আবদুল মান্নানের সময়ে ৫০ শয্যার মহকুমা হাসপাতাল থেকে ২৫০ বেডের জেলা সদর হাসপাতালে উন্নীত করা হয়।